

কর্মকাণ্ড ব্যক্তির সঠিক চারিত্রিক ববিরণ

কর্মকাণ্ড যুক্ত ব্যক্তি এর সঠিক চারিত্রিক ববিরণ:----

নজিও নজিও মা-বাবা এবং ঠাকুমা দাদু বা গুরুজনদের সম্মান করা

অসৎবন্ধু ও অসৎকর্ম ত্যাগ করা আপনার এবং কোন কু অভ্যাস বা কোনো নশো ব্যবহারিক জীবনে না রাখা

ব্যবহারিক জগতে যোগ্যতা অর্জনের জন্য বর্তমান যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা

কোন ব্যক্তি বা দেশের ক্ষতি না করে কোন চাকরি বা ব্যবসা করে

সৎ পথে উপার্জতি অর্থে দ্বারা পরিবার প্রতাপালন করা

সন্তান এবং পত্নী এবং মা বাবা বা সামাজিক সাংসারিক দায়িত্ব কর্তব্য পূরণরূপে প্রতাপালন করা

নজিকে পরসত্রীকাতরতা , কোন দিক দিখে কারো ক্ষতি করা, হিংসা, নিন্দা সামাজিক সমালোচনা, চুরি, ঘুষ, কারো সুযোগ না নেওয়া, নজিও কর্তব্য ফাঁকি বা অসামাজিক কাজ, অসৎ রাজনীতি থেকে নজিকে দূরে রাখা

স্বার্থ এবং সামর্থ্য অনুসারে দরিদ্র বা দুর্বল ব্যক্তিকে কর্ম বা নজিরে সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করা

পুরুষদের ক্ষেত্রে অন্য কোন নারী বা নারীদের ক্ষেত্রে অন্য কোন পুরুষের সঙ্গ কখনো সম্পর্ক স্থাপন না করে

মা -বাবা -স্বামী -স্ত্রী -সন্তান -বন্ধুবান্ধব- আত্মীয়- এবং হতিকারি লোকদের বপিদে পাশে দাঁড়ানো বা তাদেরকে সাহায্য করা

নজিরে মা-বাবা, নজিরে ভাই -বোন, নজিরে প্রমেকি /প্রমেকি, নজিরে স্বামী/ স্ত্রী, নজিরে সন্তান, নজিরে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি, নজিরে উপার্জতি সম্পত্তি, বাহ্যিক জগতের নজিরে পদ, সামাজিক সম্মান, যোগ্যতা অনুসারে আমোদ-প্রমোদ- বিলাসিতা এই বিষয় গুলির মধ্যে সবগুলোই অথবা কোনটা- কোনটার প্রতি আসক্তি ও কামনা এবং প্রবৃত্তি অন্তঃকরণে প্রতিষ্ঠিত থাকা ।

এই উপরোক্ত যতরকম লক্ষণ বা তার সঙ্গ আরা ছোট ছোট অনেকে আনুষঙ্গিক লক্ষণযুক্ত যে ব্যক্তি চরিত্র তৈরি হয়. তাকে লোকাচার বা সমাজ বা বৈদান্তিক কর্মকাণ্ডে তাকে ভালো কর্মকাণ্ডের চরিত্রের মানুষ বলে ব্যাখ্যা করা হয়. এবং ইহাকেই কর্ম কান্ডের সঠিক ব্যক্তি চরিত্র বলে । কর্মকান্ডের সঠিক চরিত্রবান ব্যক্তি সমাজ এবং সংসারের জন্য ভালো ব্যক্তি পরিণত হলেও আত্মজ্ঞান লাভের জন্য তার এই কর্মকান্ডের সঠিক চরিত্র বিন্দুমাত্র কোনো কার্যকারিতা প্রদান করে না

আর এর থেকে আরো নচি মূলক কর্ম করাকে পাশবিক চরিত্র বলে যেটা কর্মকাণ্ডের সঠিক কর্ম চরিত্রও বলে না ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:-- এখান বশিষেভাবে জানা উচিত যে ব্যক্তি নজিকে

জ্ঞানকান্ডের সঠিক চরিত্রে প্রতীতি করতে চাই, সেই ব্যক্তিকে আগের থেকেই সর্বপ্রথমে কর্মকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ প্রকৃত চরিত্রের যোগ্যতাকে প্রতীতি থাকা অতি আবশ্যিক। কারণ সংসারের সমাজে লোকাচারে বা কর্মকাণ্ডে যদি কউ কর্মকাণ্ডের চরিত্রে প্রতীতি না থাকে সে কোন কারণে সমস্ত কিছু করেও জ্ঞানকাণ্ড চরিত্রে কোনদিনই প্রতীতি হতে পারবে না। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির সর্বপ্রথম যোগ্যতা যে সে সমাজে লোকাচারে কর্মকাণ্ডে একজন কর্মকাণ্ডের চরিত্রের ভালো মানুষ- এই কর্মকাণ্ডের চরিত্রে প্রতীতি ভালো মানুষ যদি জ্ঞানকাণ্ড চরিত্রে প্রতীতি হতে চায়, তবেই তার জন্য শাস্ত্রের বিভিন্ন সাধনা পূজা বধি ও অনুশাসন প্রযোজ্য। এখানে বিশেষভাবে জানা উচিত যে ব্যক্তি নিজেকে জ্ঞানকান্ডের সঠিক চরিত্রে প্রতীতি করতে চাই, সেই ব্যক্তিকে আগের থেকেই সর্বপ্রথমে কর্মকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ প্রকৃত চরিত্রের যোগ্যতাকে প্রতীতি থাকা অতি আবশ্যিক। কারণ সংসারের সমাজে লোকাচারে বা কর্মকাণ্ডে যদি কউ কর্মকাণ্ডের চরিত্রে প্রতীতি না থাকে সে কোন কারণে সমস্ত কিছু করেও জ্ঞানকাণ্ড চরিত্রে কোনদিনই প্রতীতি হতে পারবে না। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির সর্বপ্রথম যোগ্যতা যে সে সমাজে লোকাচারে কর্মকাণ্ডে একজন কর্মকাণ্ডের চরিত্রের ভালো মানুষ- এই কর্মকাণ্ডের চরিত্রে প্রতীতি ভালো মানুষ যদি জ্ঞানকাণ্ড চরিত্রে প্রতীতি হতে চায়, তবেই তার জন্য শাস্ত্রের বিভিন্ন সাধনা পূজা বধি ও অনুশাসন প্রযোজ্য।

আর যে ব্যক্তি কর্মকাণ্ডের চরিত্রেই ভালো মানুষ ভাবে প্রতীতি নয়, তাকে আগে কর্মকাণ্ডে চরিত্রের ভালো মানুষ প্রতীতি হতে হবে তারপর সে জ্ঞানকান্ডের চরিত্র প্রতীতির জন্য চেষ্টা করতে পারে তবে সফল হবে নচেৎ হবে না।

আর যে ব্যক্তি কর্মকাণ্ডের চরিত্রেই ভালো মানুষ ভাবে প্রতীতি নয়, তাকে আগে কর্মকাণ্ডে চরিত্রের ভালো মানুষ প্রতীতি হতে হবে তারপর সে জ্ঞানকান্ডের চরিত্র প্রতীতির জন্য চেষ্টা করতে পারে তবে সফল হবে নচেৎ হবে না।

***প্রশ্ন:- কর্মকাণ্ডের উত্তমচরিত্র যুক্ত ব্যক্তি যদি নিজেকে জ্ঞানকান্ডের সঠিক ব্যক্তি চরিত্র তৈরি করার জন্য অন্তঃকরনকে 100% আসক্তি ও কামনা এবং প্রবৃত্তিমুক্ত অবস্থা কী কী উপায়ে করবি ?????
উত্তর:- কর্মকাণ্ডের উত্তমচরিত্র যুক্ত ব্যক্তি যদি নিজেকে জ্ঞানকান্ডের সঠিক ব্যক্তি চরিত্র তৈরি করার জন্য অন্তঃকরনকে 100% আসক্তি ও কামনা এবং প্রবৃত্তিমুক্ত অবস্থা করতে চাই তাহলে শাস্ত্র অনুসারে নম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি ক্রমান্বয়ে করা উচিত বা যোগ্যতা সামর্থ্য অনুসারে করা উচিত।
বিশেষ দ্রষ্টব্য:- এখানে বিশেষভাবে জানা উচিত যে ব্যক্তি নিজেকে জ্ঞানকান্ডের সঠিক চরিত্রে প্রতীতি করতে চাই, সেই ব্যক্তিকে আগের থেকেই সর্বপ্রথমে কর্মকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ প্রকৃত চরিত্রের যোগ্যতাকে প্রতীতি থাকা অতি আবশ্যিক। কারণ সংসারের সমাজে লোকাচারে বা কর্মকাণ্ডে যদি কউ কর্মকাণ্ডের চরিত্রে প্রতীতি না থাকে সে কোন কারণে সমস্ত কিছু

করেও জ্ঞানকাণ্ড চরিত্রকে কোনদিনই প্রত্যাখ্যাত হতে পারবে না □ তাই প্রত্যেকে ব্যক্তির সর্বপ্রথম যোগ্যতা যে সে সমাজে লোকাচারে কর্মকাণ্ডে একজন কর্মকাণ্ডের চরিত্রের ভালো মানুষ□- এই কর্মকাণ্ডের চরিত্রের প্রত্যাখ্যাত হতে চায়, তবেই তার জন্য নম্নলিখিত সাধনা অনুশাসন প্রযোজ্য ।

নম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি ক্রমান্বয়ে একে অপরের থেকে উন্নত এবং একে অপরের থেকে 10 গুণ বেশি কার্যকারী ও জ্ঞানকাণ্ডের চরিত্রকে দৃঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যাত করতে সমর্থনকারী ।

তাই নম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি ক্রমান্বয়ে কায়মনোবাক্যে অভ্যাস করা উচিত অথবা যোগ্যতা থাকলে যে যে স্তরের সামর্থ্য সে তার সেই স্তরেই স্তর থেকেই শুরু করা উচিত । যদিও প্রতিটি বা যেকোনো স্তর কোন কামনা না করে বা কোন মানসিক না করেই শুরু করতে হবে অর্থাৎ কোন প্রকারের কামনা বা মানসিক সংকল্প কামনা মুক্ত করেই নিষ্কাম ভাবে শুরু করতে হবে ।

ক্রমান্বয়ে পদ্ধতিগুলি :---

1. প্রতিদিন আসনে শুদ্ধভাবে বসে কমপক্ষে 1+1=2 ঘন্টা সময় (সন্ধ্যাকালীন সময়,গুলিতে) করে সমস্ত দেবদেবী-গুরু স্তব-স্তুতি,শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, গুরুগীতা উচ্চস্বরে আসনে বসে করা উচিত । (কটে পাঠ করল আর কটে শুনল এক্ষেত্রে হবে না নিজেকে প্রত্যেকে পাঠ করতে হবে উচ্চারণ পূর্বক,এর ঘরে নিজের নিজের আসনে বসে□এইভাবে 22-24 বছর ধরে প্রতিদিন করলে অন্তঃকরণে আসক্তি কামনা প্রবৃত্তি ক্ধীন হয়ে আসবে এবং জ্ঞানকাণ্ডের চরিত্রের দৃঢ়তা লাভ হবার সম্ভাবনা তৈরি হবে)।

2. প্রতিদিন আসনে শুদ্ধভাবে বসে কমপক্ষে 1+1=2 ঘন্টা সময় (সন্ধ্যাকালীন সময়,গুলিতে) করে সমস্ত দেবদেবী-গুরু স্তব-স্তুতি,শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, গুরুগীতা উচ্চস্বরে আসনে বসে করা উচিত তার সঙ্গে প্রতিদিন যদি কটে নিজের বাড়িতে নতি্য বসিণু বা শ্রীপূজা করে থাকে নিজের হাতে শাস্ত্রীয় পদ্ধতির দ্বারা তাহলে তুলনামূলক উন্নতি তাড়াতাড়ি হবে। (কটে পাঠ করল আর কটে শুনল এক্ষেত্রে হবে না নিজেকে প্রত্যেকে পাঠ করতে হবে উচ্চারণ পূর্বক,এর ঘরে নিজের নিজের আসনে বসে□এইভাবে 20-22 বছর ধরে প্রতিদিন করলে অন্তঃকরণে আসক্তি কামনা প্রবৃত্তি ক্ধীন হয়ে আসবে এবং জ্ঞানকাণ্ডের চরিত্রের দৃঢ়তা লাভ হবার সম্ভাবনা তৈরি হবে)।

3. প্রতিদিন কমপক্ষে দুই সন্ধ্যা আসনে শুদ্ধভাবে বসে গুরুপ্রদত্ত নামমন্ত্র বা বীজমন্ত্র + গায়ত্রীমন্ত্র 108 বার জপের সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে আরো কমপক্ষে 15 হাজার জপ সব কর্মের মাধ্যমে নরিন্তর জপ 24 ঘন্টায় করতে পারলে 18-20 বছর এ অন্তঃকরণে আসক্তিকামনা প্রবৃত্তি ক্ধীন হয়ে আসবে এবং জ্ঞানকাণ্ডের চরিত্রের দৃঢ়তা লাভ হবার সম্ভাবনা তৈরি হবে ।

4. প্রতিদিন কমপক্ষে দুই সন্ধ্যা আসনে শুদ্ধভাবে বসে গুরুপ্রদত্ত নামমন্ত্র বা বীজমন্ত্র + গায়ত্রীমন্ত্র 108 বার জপের সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে নরিন্তর জপ এবং তার সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় প্রতিদিন এভাবে 42 অনুশাসন প্রতাপালন পূর্ণরূপে করতে পারলে 15-18 বছর এ অন্তঃকরণে আসক্তিকামনা প্রবৃত্তি ক্ধীন হয়ে আসবে এবং জ্ঞানকাণ্ডের চরিত্রের দৃঢ়তা লাভ হবার সম্ভাবনা তৈরি হবে ।

5. সঞ্চয়, প্রবৃত্তিত্যাগ করে প্রতিদিন কমপক্ষে দুই সন্ধ্যা আসনে শুদ্ধভাবে বসে গুরুপ্রদত্ত নামমন্ত্র বা বীজমন্ত্র + গায়ত্রীমন্ত্র 108 বার জপের সঙ্গে

9. সঞ্চয়, প্রবৃত্তি ত্যাগ করে গুরুর প্রতী সম্পূর্ণ নজিকে কাযমনবাক্যে সমরপতি করে প্রতদিনি কমপক্ষে দুই সন্ধ্যা আসনে শুদ্ধভাবে বসে গুরুপ্রদত্ত নামমন্ত্র বা বীজমন্ত্র + গায়ত্রীমন্ত্র 108 বার জপের সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে নরিন্তর জপ এবং তার সঙ্গে ব্যবহারকি জীবনযাত্রায়, প্রতদিনি এভাবে 42 অনুশাসন প্রতপালন পূর্ণরূপে করতে পারলে এবং তার সঙ্গে শালগ্রাম শিলার সবো ও নতিয় পূজা এবং গুরুসবো ও গুরুর প্রতীটি আদেশ বা উপদেশে কাযমনবাক্যে প্রতপালন করতে পারলে এবং তার সঙ্গে দীক্ষার যে বীজ মন্ত্র সেই বীজ মন্ত্র সেই সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রীতি ধারা আন্তরিকি প্রীতি যুক্ত হতে পারলে সঞ্চয়, প্রবৃত্তি ত্যাগ করে বহু দুর্বল বা দরদির লোকে উপকার এবং সাধু সনন্যাসীকে অনন-বসতর-খন দান জনতি করম করলে 4-6 বছর এ অনতঃকরণে

আসক্তিকামনা প্রবৃত্তি ক্ৰীণ হযে আসবে এবং জ্ঞানকান্ডরে চরত্রিরে দৃঢ়তা লাভ হবার সম্ভাবনা তরৈি হবে ।

10. গুরুর প্রতসম্পূর্ণ নজিকে কায়মনোবাক্যে সমর্পতি করে প্রতদিনি কমপক্ষে দুই সন্ধ্যা আসনে শুদ্ধভাবে বসে গুরুপ্রদত্ত নামমন্ত্র বা বীজমন্ত্র + গায়ত্রীমন্ত্র 108 বার জপরে সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে নরিন্তর জপ এবং তার সঙ্গে ব্যবহারকি জীবনযাত্রায়, প্রতদিনি এভাবে 42 অনুশাসন প্রতপালন পূর্ণরূপে করতে পারলে এবং তার সঙ্গে শালগ্রাম শলিার সবো ও নতিয পূজা এবং গুরুসবো ও গুরুর প্রতটি আদেশ বা উপদেশে কায়মনোবাক্যে প্রতপালন করতে পারলে এবং তার সঙ্গে দীক্ষার য়ে বীজ মন্ত্র সেই বীজ মন্ত্র সেই সঙ্গে বশিুদ্ধ প্রীতি ধারা আন্তরকি প্রীতি যুক্ত হতে পারলে সঞ্চয়, প্রবৃত্তি ত্যাগ করে বহু দুর্বল বা দরদির লোকরে উপকার এবং সাধু সন্ন্যাসীকে অন্ন-বস্ত্র-ধন দান জনতি কর্ম করলে তার সঙ্গে কথতি তীর্থ দর্শন- তীর্থ তীর্থ জপরে সঙ্গে সঙ্গে এবং পাঠ করলে 3-4 বছর এ অন্তঃকরণরে আসক্তিকামনা প্রবৃত্তি ক্ৰীণ হযে আসবে এবং জ্ঞানকান্ডরে চরত্রিরে দৃঢ়তা লাভ হবার সম্ভাবনা তরৈি হবে ।

